Mathematics.

Durell and Wright.—Elementary Algebra, Part II.

Physics.

Heath.—Geometrical Optics.

Chemistry.

Jones.—Introductory Chemistry for Intermediate Schools.

Botany.

Buckley.—Botanical Tables for the use of Junior Students.
Farmer and Chaudhury.—Botany.
Stenhouse, E.—A Class-Book of Botany.

BENGALI.

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য Edited by দীননাথ সান্যাল।
মেঘনাদবধ কাব্য ,,
চতুর্দ্দশ পদী কবিতাবলী ,,
যোগীন্দ্র নাথ বসু—মাইকেল মধুসূদন
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— সঙ্কলন।

আমাদের দার্জ্জিলিং ভ্রমণ।

গ্রীষ্মের ছুটীর অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই আমাদের দার্জ্জিলিং যাইবার জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। একদিন আমরা সকলে পূজনীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট Botanical Excursionএর কথা পাড়িলাম এবং Natural Order শিক্ষার জন্য দার্জ্জিলিং যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি আনন্দের সহিত আমাদিগকে অনুমতি দিলেন এবং আমাদের যাতায়াতের রেল ভাড়া দিতে সম্মত হইলেন। অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট এইরূপ উৎসাহ পাইয়া আমরা পূজনীয় অধ্যাপক অনুতোষ বাবুকে আমাদের সহিত যাইবার জন্য ধরিয়া বসিলাম। তিনিও সানন্দে আমাদিগকে দার্জ্জিলিং লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন। সকলের সুবিধামত দার্জ্জিলিং যাত্রার দিন স্থির হইল। তখন কলিকাতায় ভীষণ দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিতেছে, সুতরাং আত্মীয়স্বজনকে এই অরাজক সহরে ফেলিয়া শৈল বিহারে যাইতে বেশ মন সরিতেছিল না। ফলতঃ আমাদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট দিনে যাওয়া হইল না। দুইবার দিন বদলাইবার

পর ৩০শে এপ্রিল তারিখে যাইবার দিন ঠিক হইল। প্রবাসের সাথী মোট ঘাট লইয়া সেদিন সকলে শিয়ালদহ ষ্টেসনে জড় হইলাম; পূজনীয় অন্নতোষ বাবু আসিলে পর টিকিট কিনিয়া মালপত্র লাগেজ করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। পূজনীয় অধ্যাপক দক্ষিণাবাবু ও আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধব গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য ষ্টেসনে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সকলের নিকট যথারীতি বিদায় লওয়ার পর আমাদের ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

গাড়ী চলিয়াছে উর্দ্ধশ্বাসে রং বেরংয়ের সজীব নির্জ্জীব বোঝা টানিয়া লইয়া কোন রকমে গন্তব্যস্থানে ভার নামাইবার ব্যস্ততায়। রাণাঘাট ষ্টেসনে কতক বোঝা নামাইয়া একটু বিশ্রাম লওয়ার পরে নবীনতেজে যখন ট্রেণ ছুটিতে আরম্ভ করিল তখন শৈলেনের পুঁটলিতে সঞ্চিত পেরাকী, নিম্‌কি, গজা প্রভৃতি আমাদের 'নবীনত্ব' বজায় রাখিবার মানসে উদর মধ্যে দ্রুত প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহাদের সাধু উদ্দেশ্য সফল হইল আমরাও নূতন উদ্যমে কেহ গান ধরিলাম, কেহ বা একসেট Bridge খেলিতে বসিয়া গেলাম। আমাদের মনের মধ্যে তখন আনন্দের বান আসিয়াছে, ট্রেণের গতি ছাপাইয়া আনন্দের স্রোত ছুটিয়াছে, গাহিলাম—

"আনন্দেরি সাগর হ'তে এসেছে আজ বান
দাঁড় ধরে আজ ব'সরে সবাই টান্‌রে সবাই টান।" ইত্যাদি

ট্রেন ছুটিয়াছিল বোঝা নামাইবার আশায়, আমাদের প্রাণ নাবিয়াছিল আনন্দের উন্মত্ততায়। দুইটা কি তিনটা ষ্টেসন পার হইতে না হইতেই লিমাইয়ের টিফিন কেরিয়ার শূন্য করিবার জন্য আমরা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলাম; সকলেরই পেট ভর্ত্তি, তবু খাবারগুলাকে অনর্থক সঙ্গে রাখিতে কাহারও ইচ্ছা ছিল না সুতরাং টিফিন কেরিয়ার অবিলম্বে নিঃশেষিত হইল।

উপরে উদার আকাশ, নিম্নে উন্মুক্ত প্রান্তর—ট্রেণ চলিয়াছে এই খোলা মাঠের বুকের উপর দিয়া, আমাদের প্রাণও আজ এই বিশাল প্রান্তরের মত উন্মুক্ত, তাই কতকথাই আমরা বলাবলি করিয়াছি। আমরা সকলেই মধ্যে মধ্যে ষ্টেসনে নামিয়া অন্নতোষ বাবুর সহিত দেখা করিয়া আসিতেছিলাম। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরল, স্নেহ ও উৎসাহপূর্ণ কথাবার্ত্তায় আমাদের আনন্দ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে আমরা পদ্মার পুলের (Sara Bridge) উপর পৌছিলাম। পদ্মার রূপের কথা আর কি বলিব—সবুজের ঢেউ ছুটিয়াছে নদীর দুই পাশে

পাশে, মাঝখানে স্বর্ণরেণুর বুকের উপর দিয়া সোণালি জল ছুটিয়াছে তাহার হীরার ঢেউগুলি তালে তালে নাচাইয়া, প্রাণেশ্বরের উদ্দেশে। রূপ-কথায় পরীরাজ্যের এইরূপ বর্ণনা শুনিয়া ভাবিতাম 'এ শুধু স্বপ্ন' কিন্তু স্বপ্ন-রাজ্যের মতই সুন্দর প্রকৃতির যে এত 'রূপ' আছে তা' এই প্রথম উপলব্ধি করিলাম। বাস্তবিকই এখন আমরা স্বপ্ন রাজ্যে আমাদের এই রূপরাজ্য স্বপনে কুড়াইয়া পাওয়া, স্বপনেই ঢাকা। নদীর বুকে একখানা নৌকা সাদা পাল তুলিয়া ঢেউয়ের তা'লে তালে নাচিতে নাচিতে বোধ হয় কোন স্বপ্ন-রাজ্যের অভিমুখেই চলিয়াছিল।

"লেগেছে, অমল ধবল পালে
মন্দ মধুর হাওয়া

এই গানটী অনেকদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু কবি যে কেন এ' গান গাহিলেন তা' আজ বুঝিলাম নৌকার কাণ্ডারী যে 'কা'র হাসিকান্নার ধন' তাহা জানিনা, নিশ্চয় কোন স্বপ্ন রাজ্যেরই অধিবাসী না হইলে এমন করিয়া "সোণার গাঙ্গে" তরী ভাসাইবে কে? তবে এ' নৌকার কাণ্ডারী যে আমাদের মত জড় জগতের জীব নয় সে কথা খুব জোর করিয়া বলিতে পারি। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধুই রূপের লীলা,—যতই দেখি আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায়, তৃপ্তি আসেনা, ইচ্ছা হয় প্রকৃতির এই রূপের ঢাকনি খুলিয়া দেখি তাহার সসীম রূপের পারে সেই অসীম রূপের রেখাটুকু যাহার সন্ধানে সবাই হেথায় সারাজীবন ঘুরিয়া বেড়ায়।

এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার বেশী সময় আমাদের বিজ্ঞানবিৎ বাষ্পযান দেন নাই। এই রূপরাজ্যের মধ্য হইতে দম বন্ধ করিয়া কোন রকমে বাহির হইয়া আসিয়া তিনি পাকশী ষ্টেসনে দম ছাড়িলেন। তখন দেখি মাখন আর মিহির তুমুল তর্কে প্রবৃত্ত। 'এ' ব'লে সারা পুলের ১৪টা থাম, ও ব'লে ১৫টা; এই লইয়া খুব খানিকক্ষণ হইচই চলিল, আর যতক্ষণ রেল হইতে 'পুল' দেখা ততক্ষণ কেবল থাম গণা'র মরসুম পড়িয়া গেল। (পুলটী দেখিতে অতি সুন্দর, বৈজ্ঞানিকের বিরাট্ কীর্ত্তি। পুলের মধ্যস্থলে দুইটী লাইন আছে এবং দুই পাশে লোক চলাচলের জন্য রাস্তা আছে)

শৈলু মাঝে মাঝে গান শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল। একেত সে আমাদের শ্রেষ্ঠাঙ্গের উদরের পূজা করিয়াছে, তাহার উপর তাহার শিষ্টভাবে আমরা সকলেই মুগ্ধ, সুতরাং গানের ছটা দেখেকে?—বলাইদা, নিমাই হিতু আর দেবী তখন তাসে মগ্ন, আর মিহির বেচারা গান শুনিয়া ভাবরাজ্যেই বসতি করিতেছিলেন।

ক্রমশঃ গাড়ী সান্তাহারে পৌছিল। দুঃখের কথা এতক্ষণ বলি নাই, এইবার বলিতেই হইল। সান্তাহার প্যাসেঞ্জার আমাদের বাহক, দৌড় তাহার সান্তাহার পর্য্যন্ত, সুতরাং সকলেই এখানে নামিতে বাধ্য হইলাম। তখন Assam Mail আসিবার দেরী আছে। সান্ধ্য ভোজের যোগাড় সঙ্গেই ছিল, কেহ কেহ তাহাতেই পরমাত্মার তৃপ্তি সাধন করিলেন কেহবা সোরাবজীর প্রতি অনুকম্পাভরে তাহার হোটেলে যাইয়া শ্বেত হস্তের দুইটী চড় খাইয়া আসিলেন। যা'ক কিছুক্ষণ পরেই Assam Mail পৌছিল, আমরাও বোঁচকা বুচকিসহ গাড়ীতে উঠিলাম। (এখানে আমাদের মহা কুলী বিভ্রাট ঘটিয়াছিল—এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দিয়া পাঠককে আর বিরক্ত করিব না)

রাত্রি প্রায় ১২॥ টার সময় পার্ব্বতীপুরে নামিলাম। গাড়ী Reserve করিবার টিকিট না থাকিলেও যন্ত্রপাতি সঙ্গে ছিল। মাখনের উপর এই কাজের ভার ছিল, সুতরাং Metre gauge গাড়ীখানির একটী প্রশস্ত কামরায় চাবী লাগাইয়া সে ঘর খানি Reserve করিল। আমরাও বমালসহ গাড়ীতে উঠিলাম। একে দলে পুরু, তাহাতে আবার ছোকরার দল," সুতরাং কেহ আর আমাদের কামরায় উঠিতে সাহস করিল না। আমাদের আনন্দ দেখে কে? তখনও সঙ্গে খাবার ছিল, এখানে আর এক দফা খাওয়া দাওয়া হইল। তাহার পরেই শয়নের উদ্যোগ। তখন বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, গাড়ীর সার্সি তুলিয়া দিয়া প্রবেশ দ্বারে চাবী লাগাইয়া আমরা নিদ্রাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

সমস্ত রাত্রি গাড়ী চলিয়াছে, কতক্ষণ যে বৃষ্টি পড়িয়াছে তাহা জানিনা, ভোরের বেলা ঘুম ভাঙ্গিল, তখন আমরা শিলিগুড়ির অতি নিকটে; কেহ কেহ ইতিমধ্যে Toilet সারিয়া ফেলিলেন। যাই হো'ক শীঘ্রই আমরা শিলিগুড়ি আসিলাম।

তাড়াতাড়ি কতক মালপত্র Brake এ' দিয়ে কতক সঙ্গে লইয়া আমরা পাহাড়ী ছোট গাড়ীটায় চাপিলাম। সমস্ত রাত্রি প্রায় সুনিদ্রা হওয়াতে আমাদের মন বেশ প্রফুল্ল ছিল। পূজনীয় অমুতোষ বাবুর সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তায় সময় কাটিতে লাগিল,—শিক্ষক মহাশয়কে এখন আমাদের মধ্যে পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। মাখন এখানে একটা চীনা সাহেবের প্রতি Benevolence দেখাইয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মার্টিন কোংএর গাড়ীর মতন কতকটা। লোক বসতি ও দোকান পসারির মধ্য দিয়া ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীটী মাঠের বুকে

পড়ল। নূতন প্রভাতে সবুজের হাসিটুকু দেখিয়া সূর্য্যদেব আকাশের গায়ে হাসির আবির ছড়াইয়ে উঠিতে লাগিলেন। প্রভাতের এই রঙ্গের মেলায় আসিয়া আমাদের কাঁচা প্রাণগুলাও রঙ্গাইয়া গেল। ক্রমশঃ গাড়ী মহানদীর পুলের উপর আসিল—এ' আবার এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। নদীটী তত বিস্তৃত নহে, দুই পাশে খুব ঘন গাছপালা নাই, উচু নীচু মাটীর যেন ঢেউ খেলিতেছে। নদীগর্ভের সোনালি বালুকা রাশির বুকের উপর দিয়ে নদীর নীল জল তর্ তর্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—মনে হইল এ' যেন "সোণার ভুঁয়ে নীলার ঢেউ।" এই দৃশ্য দেখিয়া বাষ্পযানও যেন মুগ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে চলিতেছিল, আর তাহার আরোহীদের ত সাড়াই ছিলনা।

গাড়ী আর কিছুদূর অগ্রসর হইতেই আমাদের পাগল ঠাকুরের দেশ সুনীল মেঘের রূপ ধরিয়া আমাদের নয়নগোচর হইল। ছেলেবেলায় ৺দুর্গাপূজার চালচিত্র আঁকা দেখিয়াছি—শিবঠাকুরের বাড়ী হিমালয়ের উপর। চিত্রকরের মুখে শুনিতাম পাগলা ঠাকুরের দেশ খুব সুন্দর, তিনি নাকি মেঘের রাজ্যে বাস করেন, আজ স্বচক্ষে সেই দেশের কতক দেখিতে পাইয়া মনে যে কি আনন্দ হইল তাহা কেমন করিয়া বলি? পাষাণকে দূর হইতে দেখিলে কাল মেঘ মনে হয়। আমাদের পাগল ঠাকুরটী যেমন নিজের রূপ ছাই ভস্মে ঢাকিয়া রাখেন, তাহার দেশ ও তেমনি কাল মেঘের বেশ ধরিয়া লোকের নয়ন হইতে তাহার অনন্ত রূপ ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা ক'রে। (সাত্ত্বিক ত্যাগী দেশের ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম, বাহ্যাড়ম্বর পাষাণও পছন্দ করে না)।

আমাদের বাহক যদিও বৈজ্ঞানিক, তাহা হইলেও দেখিলাম কলাবিদ্যায় তাঁহার যথেষ্ট দখল আছে। সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির ক্ষমতা তাঁহার অসীম। তিনি পাকালোক, 'রূপের' সন্ধানও জানেন, 'তা'ই ওই কাল ঢাকনার ভিতর রূপের আভাষ পাইয়া ধীরমন্থর গমনে সেইদিকে লইয়া চলিলেন।

ক্রমশঃ আমরা শুকনা জঙ্গলের নিকট আসিলাম। জঙ্গলটী বাহির হইতে যেরূপ দেখিলাম তাহাতে মানুষ যে তাহার ভিতর যাইতে পারে, বোধ হইল না; অনেক অনেক স্থানে সূর্য্যদেবের ও প্রবেশ নিষেধ। (শুনিলাম বন্য হস্তী ব্যাঘ্রাদির বাস এই অরণ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে)। এখানে রেল রাস্তার দুই ধারে খুব উঁচু উঁচু নানান্ জাতীয় গাছ দেখলাম। এক একটা গাছ Plain এর দেবদারু অপেক্ষা প্রায় দুইগুণ উঁচু,—'পাহাড়ী গাছের পাহাড়ী আকার"। গাছগুলি রাস্তার দুইপাশে কে যেন সাজাইয়া রাখিয়াছে, —বোধ হয় পাষাণ আমাদের অভ্যর্থনার্থে এই সকল পাহাড়ী প্রহরীদের

এইরূপে দাঁড়াইয়া থাকিবার আদেশ করিয়াছিল। মৌনী প্রহরীদিগের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিতে করিতে আমরা ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিলাম। কিছুদূর উঠিবার পর আমাদের অল্প শীত বোধ হইল, সুতরাং গরম কাপড়ে সকলেই গা ঢাকিলাম।

উপর হইতে নীচের সেই বিশাল গাছগুলি কচিছেলের হাতের ঝুম ঝুমির ন্যায় দেখাইতেছিল। এক এক জায়গায় রেল রাস্তার পাশেই অতলস্পর্শী খচ্। রেল রাস্তা হইতে এক হাত পরিমিত জায়গার পরেই পাহাড় সোজা ভাবে নীচু হইয়া গিয়াছে, এই সকল স্থানে নীচের দিকে চাহিলে,—ভয়ে ও আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এইরূপ প্রকৃতির বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে আমরা ক্রমে Tindharia পৌছিলাম। Feru গাছগুলি আমাদের আগমনে যে কত আনন্দিত হইয়াছিল তাহা তাহাদের মাথা দোলানর ঘটায় আমরা বুঝিলাম। Tindharia ষ্টেসনে নামিয়া সেখান হইতে দার্জ্জিলিংয়ের "National Boarding" এ' আমাদের Dinner প্রস্তুত রাখিবার জন্য তার করিলাম। এখানে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ চা ইত্যাদি পান করিয়া চাঙ্গা হইলেন। গাড়ী ক্রমশঃ—Kurseong এ আসিয়া পৌছিল। এখান হইতে (আমাদের দেশ) Plain এর দৃশ্য অতি সুন্দর, কত সুন্দর যে না দেখিয়াছে তাহাকে বুঝাইবার শক্তি আমার নাই। মনে হয় আমাদের দেশের গাছপালা কিছুই নাই, শুধু নদনদীতে দেশটা ভর্ত্তি, চারিদিকে শুধু ধূ ধূ করিতেছে জল, কেবল মাঝে মাঝে একটু করিয়া সবুজের রেখা রহিয়াছে, ঐ সবুজের রেখাটুকুই আমাদের গ্রাম বা নগরের ক্ষীণ চিহ্ন। ইহা ছাড়া গ্রাম নগর কিছুই দেখা যায় না। এই দৃশ্য দেখিলে মানুষ সে কত ক্ষুদ্র তাহা বুঝা যায়, মানুষের গর্ব্ব টুটিয়া যায়, মানুষের ক্ষুদ্র প্রাণ আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে, সেই বিশ্বনিয়ন্তার বিরাট মূর্ত্তির কথা তাহার মনে হয়, ভক্তিতে তাহার প্রাণ আপনি সেই অসীমের পায়ে নত হইয়া পড়ে। * * *

গাড়ী খুনবাটী আসিল। এখানে চারিদিক্ তখন ঘন কুয়াসায় ঢাকা; কিছু দেখিতে পাইলাম না। তবে রেলের লুপ লাইন দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। বেলা প্রায় একটার সময় আমরা দার্জ্জিলিং পৌছিলাম। ষ্টেসনে বোর্ডিংএর দারোয়ান উপস্থিত ছিল, আমরা মালপত্র সমভিব্যাহারে তাহার সহিত বোর্ডিংএ আসিলাম। সেদিন আহারাদি করিতে বেলা প্রায় তিনটা বাজিল, তাহার পর আমরা একবার সহর ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। পথশ্রম জন্য সেদিন আর বেশী ঘুরিতে পারিলাম না, সন্ধ্যার

পূর্ব্বেই বোর্ডিংএ ফিরিয়া আহার সারিয়া, নিদ্রাদেবীর আশ্রয় লইলাম। পরদিন সকালে উঠিয়া পূজনীয় অনুতোষ বাবুর সহিত নগর দেখিতে বাহির হওয়া গেল। বেলা প্রায় ১১টার সময় বোর্ডিংএ ফিরিলাম।

সহরটী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, পর্ব্বতের গায়ে স্তরে স্তরে সুন্দর Villa patternএর বাড়ীগুলি অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত, মানুষের সৃষ্ট এই অমরাবতী প্রকৃতির স্বয় সৌন্দর্য্যকেও হার মানাইয়া দেয়। এখানে প্রত্যেক বাড়ীর সংলগ্ন একটু করিয়া ফুলবাগান আছেই, বাগানগুলি গোলাপ, পপি (Popy), Geranimus ও নানাজাতীয় নানাবর্ণের ফুলে ভরা। তাহা ছাড়া পর্ব্বত গাত্রে কত বিচিত্র রংয়ের ফুল ফুটিয়া আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এগুলি আপনি ফুটে আপনি হাসে, আপনি ঝরিয়া যায়। দেখিলে মনে হয় এটা ফুলবাগিচার দেশ! সহরটীর রাত্রিকালীয় শোভা অতুলনীয়। যাহারা "শান্তি উৎসবের" (Peace celebration) সময় আলোক মালায় সুশোভিত কলিকাতা নগরী দেখিয়াছিলেন তাঁহারা আলোক-মণ্ডিত এই পার্ব্বত্য নগরীর রূপ কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মোট কথায় মনে হয় কে যেন আকাশ হইতে তারাগুলিকে লইয়া আসিয়া স্তরে স্তরে পাষাণের গায়ে সাজাইয়া রাখিয়াছে।

সহরের কথা অনেকেই জানেন সুতরাং দার্জ্জিলিংয়ের Sanitary condition, Municipal management ইত্যাদির কথা লিখিয়া পাঠককে আর বিরক্ত করিব না। "প্রকৃতি" Municipalityকে অত্যন্ত সাহায্য করে, সুতরাং এখানকার Municipal management খুব সুন্দর। সহরের অধিকাংশ দোকান পসারি Municipal Buildingsএ অবস্থিত। "A" হইতে আরম্ভ করিয়া বোধ হয় "Z" পর্য্যন্ত নম্বরওয়ালা Municipalityর বাটী আছে। সহরের আবর্জ্জনা ফেলিবার উপায়টী দ্রষ্টব্য। দার্জ্জিলিং পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের শিষ্টতা দেখিয়া আমাদের আশ্চর্য্য হইতে হইয়াছিল। দেশটী গোলাপে ভরা, এখানকারকার অধিবাসিদিগেরও অধরে গোলাপের আভা ফুটিয়া আছে, সকলেরই প্রায় অটুট স্বাস্থ্য; মলিনতা কি ধনী কি নির্ধন কাহারও মুখে দেখিলাম না।

এখন একটু কাজের কথা কহা যাউক। না হইলে বৈজ্ঞানিক বন্ধুগণ আমার উপর রাগ করিবেন। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সম্যকরূপে জানিবার জন্য আমাদের এখানে আসা, সুতরাং প্রত্যেক বৃক্ষ, লতা ও গুল্মাদির সহিত পরিচিত হইবার জন্য রোজই ব্যস্ত থাকিতাম। Compositeae, Resaceae ও Saxifregaceae, জাতীয় গাছের বাসই এখানে অধিক, সুতরাং উহাদের

সহিত আমাদের খুবই সম্প্রতি জন্মিয়াছিল। Lloyd Botanical Gardenএ যাইবার পথে একদিন Labiataeর একটী বৃহৎ বৃক্ষ আমাদিগকে কুর্ণিশ করিল।

গার্ডেনসে প্রবেশ করিয়া দেখি Berberidaceæ: Raunculaceæ, Magnoliaceæ, Ternstroemiaceæ, Geraniaceæ, Cornaceæ Pittosporeae, Salicineae, Ericaceae, Vaceineae, Leguminosae Cactaceae, Crasulaceae, Hypericaceae ও Tree Fern প্রভৃতি নানান জাতীয় বৃক্ষলতা সমূহ হাসিমুখে মৃদুশিরঃসঞ্চালন পূর্ব্বক আমাদের অভ্যর্থনা করিল। আমরাও সহাস্য বদনে তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইতে লাগিলাম। Gardensএ Season Flower Room এর দুইধারে Crasulaceae order ইহার এক রকম গাছ দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল। গাছগুলি ঠিক সবুজ পদ্মের মত দেখিতে, স্থূল পত্রগুলি ঠিক কমল পল্লবের মতই সজ্জিত, ফুলগুলি লোর লালবর্ণের শীর্ষের উপর দোলায়মান (pendulous)। কয়েকদিন ধরিয়া এই সকল বৃক্ষ লতাদির সহিত আলাপ করিলাম এমন কি কালাপাহাড় ও জলাপাহাড়এর উপরিস্থিত উদ্ভিদ্ রাজ্যের অনেক বৃক্ষ লতার সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় হইতে বাকী থাকে নাই। একদিন তাহাদের সকলকে আমাদের সহর ও কলেজ দেখাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তাহারা সহাস্য বদনে তাহাদের প্রতিনিধি আমাদের সহিত পাঠাইয়া দিল। Merchantiaর টুপীওলা প্রতিনিধি (Archegoniophen) Sellagineorela, Lycopodiuml Equisetum প্রভৃতির প্রতিনিধিগুলি বড়ই সুন্দর। Accacia recurvaর compound leaf ও phyllode, ও নানা জাতীয় ফুল ও শাখা পত্রাদি প্রতিনিধি স্বরূপ, অনেকেই আমাদের সহিত এখানে আসিয়াছে এবং Botany-Laboratoryতে বাস করিতেছে। ফিরিবার সময় কতকগুলি ধুতুরা ফুল পথে তুলিয়াছিলাম, ফুলগুলি প্রায় ১০ ইঞ্চি করিয়া লম্বা আমাদের দেশে অতবড় ধুতুরা দেখা যায় না।

* * * *

আর গোটা কতক উল্লেখ যোগ্য কথা বলিয়া আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। আমরা সহরবাসী, অতএব জুয়াচোর, চোরের আড়তে বাস করি, তাই এখানের ভুটীয়া কুলীদের সারল্য ও নৈতিক আদর্শ দেখিয়া আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমরা বিদ্যাবুদ্ধির গর্ব্ব করি, কিন্তু শিক্ষিত জগতের মধ্যে এত চুরি, জুয়াচুরি, এত অনাচার ঘটে কেন? শিক্ষার প্রভাবে আমাদের কতটা নৈতিক উন্নতি হইয়াছে? অনেকে হয়ত বলিবেন যে শিক্ষিত ব্যক্তির

দ্বারা এই সব অসৎ ও অসঙ্গত কার্য্য হইতে পারে না। কিন্তু ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে শিক্ষিত চোরের সংখ্যা কম হইলেও শিক্ষিত জুয়াচোরের সংখ্যা আজকাল নিতান্ত অল্প নয়। তাই আজ এই অসভ্য পাহাড়ী জাতীর এইরূপ উদার ও উন্নত হৃদয় দেখিয়া আমাদের অবাক্ হইতে হয়। এত সরল, এত বিশ্বাসী এত অল্পে সন্তুষ্ট সাদাসিধা প্রকৃতির লোক আজকাল দেখা যায় না। তবে লোকগুলো বড় একরোখা, রাগিলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ইহাদের প্রভুভক্তির কথা অনেকই শুনা যায়। ইহাদের মতন পরিশ্রমপটু কোন জাতি আছে কিনা সন্দেহ। অ্যাট দশ বৎসরের বালককে প্রায় দেড় মণ বোঝা মাথায় পাহাড়ে উঠিতে আমরা দেখিয়াছি। আর একটা দোষ এদের—এ'রা বড় নোংরা। এই বাহিরের মলিনতা উহাদের অন্তরের নির্ম্মলতা সজীব রাখুক। উপর সাজিয়া ভিতর কাল করিয়া কাজ নাই। তবে ঐ'রা মাকাল না হইয়া যদি আপেল হইতে পারে তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। এই বুনো জাতিটার প্রতি আমাদের যা ধারণা তাহা বলিলাম, সমাজতাত্ত্বিকগণ ইহাদের সাংসারিক রীতিনীতির কথা গবেষণা করিবেন।

ভুটীয়াদের বিবাহের শোভা যাত্রা বড়ই বিচিত্র। Mall ঘুরিয়া ফিরিতেছি এমন সময় বাজারের নিকট দেখিলাম একদল ভুটীয়া আনন্দধ্বনি করিতে করিতে আসিতেছে (অবশ্য ইহা যে আনন্দধ্বনি তাহা পরে বুঝিলাম) তাহাদের মাঝে কয়েকজন লোক বাঁশ ও দড়ী নির্ম্মিত একটী দোলনা বহিয়া আনিতেছে। দোলনাটীর চারিদিক্ মোটা কাপড়ে ঢাকা, ভিতরে কি আছে দেখা যায় না। মোট কথা আমাদের পল্লীগ্রামে যেরূপ বাঁশ ও দড়ির সাহায্যে মৃতদেহ বহন করিতে দেখা যায়, এই দোলনা দেখিতে কতকটা সেইরূপ। ইহারই মধ্যে বর মহাশয় সযত্নে লুকাইয়া থাকেন। ইহাদের শোভাযাত্রা দেখিয়া আমাদের অনেকেরই 'মড়া যাত্রা" বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম উহা শোভা যাত্রাই বটে। এই লুকাইয়া বিবাহ করিতে যাওয়ার পিছনে হয়ত কোন Poetic back-ground আছে, কবিরা তাহা বুঝিয়া দেখুন।

* * * *

দার্জ্জিলিং পৌছানর দুইদিন প'রে আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ দেখিতে পাইলাম। আমাদের উমা মায়ের দেশ যে কত সুন্দর তা' লিখিয়া জানান যায় না। এই তুষার মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের রূপের কথা ভুবন বিখ্যাত। প্রভাতের সূর্য্যরশ্মি এই শুভ্র তুষারে প্রতিফলিত হইয়া যে অপূর্ব্ব শোভার

সৃষ্টি করে তাহা যে দেখে নাই তাহাকে বুঝাইবার শক্তি কাহারো নাই। অনেক কবির লেখনীতে এই গিরিশৃঙ্গের প্রভাতকালীন রূপ বর্ণনা দেখিয়াছিলাম। 'সুবর্ণমণ্ডিত', 'কনকোজ্জ্বল' এইরূপ কত বিশেষণ ইহার রূপ বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু যেরূপ দেখিলাম তাহা ভাষার বর্ণনাশক্তির বাহিরে, মানুষের কল্পনা শক্তির বাহিরে, সে অনন্ত অসীম রূপের তুলনা এ' জগতে নাই। এ'রূপ' দেখিলে নয়ন ফিরিতে চায়না এ 'রূপ' চিরনূতন, চিরসুন্দর, চির মনোহর। ইহার রূপের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়—'শুধু সুন্দর' (Simply beautiful)—এই 'সুন্দর' কথাটির অর্থও অসীম।

* * * * *

একদিন আমরা সকলে মিলিয়া Step Aside দেখিতে গেলাম। বাড়ীখানি Mall Road এর কিছু নীচে অবস্থিত। বাড়ীখানির সন্নিকটে আর কোনও বসতি নাই। ইহার সর্ব্বাঙ্গে একটা বিষাদের ছায়া জমাট হইয়া আছে। এখানে আসিয়া কতকথাই মনে পড়িল—সেই সুন্দর মুখখানি সেই সর্ব্বত্যাগীর প্রতিমূর্ত্তি, সেই দেশ মাতৃকার পূজারীর চিত্র মনের মধ্যে আবার জাগিয়া উঠিল। যে মহাপ্রাণ হারাইয়া আমরা কোটী কোটী লোক একত্রে মিলিয়া কাঁদিয়াছি, এবং সমস্ত দিন আহার নিদ্রা ভুলিয়া যে গৌরবের শেষটুকু সমাধিস্থ করিয়াছি আমাদের সেই গৌরব, সেই রত্ন, সেই মাণিক এখানে হারাইয়াছে,—এযে আমাদের বাঙ্গলার মহাশ্মশান—মহাতীর্থ। অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম; ফিরিবার কিছু পূর্ব্বে বাটীর রক্ষক দারোয়ানের দেখা পাইয়া জানিলাম এ' বাটীতে কেহ আর এখন বাস করেন না। (দুঃখের বিষয় দেশবন্ধুর স্মৃতি রক্ষার নিদর্শন এখানে কিছুই দেখিলাম না। সকলেরই ঐ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত)।

এতক্ষণ আমরা নানান্ কথা কহিলাম, এইবার নিজেদের দু'একটা কথা সংক্ষেপে বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। পূজনীয় অশ্রুতোষ বাবুর সহিত যখন আমরা একত্রে বেড়াইতে বাহির হইতাম তখন আমাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিত না এমন লোক দেখি নাই। তাহারা কি ভাবিয়া চাহিত তা' তাহারাই জানে কিন্তু তাহাদের চাহনি দেখিয়া আমরা মনে যাহা অনুভব করিতাম, সে কথা খুলিয়া বলিলে পাঠক মহাশয় আমাদের 'অহঙ্কারী' আখ্যা দিবেন।

'অহমিকা' পর্য্যায় এই পর্য্যন্ত, কারণ আমরা ভারতবর্ষের লোক। এইবার সঙ্গীত পর্য্যায়ের কথা বলিব। Boardingএ' একটী Piano ছিল, আমরা এই

কয়দিন ধরিয়া উহার সহিত সুর মিলাইয়া কত গানই গাহিতাম, প্রকৃতির রূপের হাটে আসিয়া আমাদের কাব্যরস উছলিয়া উঠিত। তবে Observatory Hillএর উপর সেদিন সেই মৌন প্রকৃতির মাঝখানে

"ওগো মৌন না, যদি কও
নাই কহিলে কথা
বক্ষভরি বইব আমি,
তোমার নীরবতা।"

গানখানি বড়ই মধুর লাগিয়াছিল।

আত্মকথা সংক্ষেপে বলাই ভাল, তাই 'সঙ্গীত পর্য্যায়' শেষ করিলাম। এইবার 'ভাবপর্য্যায়ের' কথা বলিব। বিস্তৃত ভাবে আমাদের ক্রিয়াকলাপের বিবরণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিবার স্থান নাই, অতএব পাঠক মহাশয়কে ভাবের অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে আমাদের চিনিতে হইবে। বিশিষ্ট ভাবের বিশিষ্ট নায়কের নাম সংক্ষেপে জানাইতেছি——মিহির——কাব্যিভাব, 'বিমল—'চিন্তাভাব,' শৈলু——শিষ্টভাব, নিমাই ও হিতু——কায়দাদুরস্তভাব, বলাই বাবু ও দেবী উদ্ভিদ্‌ভাব, প্রমথ——লজ্জাভাব এবং মাখন——নৃত্যভাব, বিনয়ের খাতিরে আমার নিজের ভাবের অভিব্যক্তি দিলাম না।

ইহা ছাড়া আমাদের বৈকালিক চা-পানের আখ্যায়িকা, অশ্বারোহণ বিভ্রাট মাখনের আংটী হারানোর কথা, May flower show দেখতে যাওয়ার কথা পাঠককে জানাইলাম না। ভাবপর্য্যায়ের অর্থ ও এই আখ্যায়িকার আনন্দ কেবল মাত্র আমাদেরই উপভোগ্য, ইহা আমাদের নিজস্ব, সুতরাং পাঠক ইহা জানিবার দাবী করিবেন না।

* * *

এখন আমরা দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিয়াছি, দার্জ্জিলিংয়ের দিনগুলির জন্য মন বড়ই আকুল হয়, জানিনা এ'জীবনের মধ্যে আর কখনও এরকম আনন্দ-সম্মিলন হ'বে কিনা, জানিনা এ'জীবনে এরকম আপন-করা বন্ধুপ্রীতি দেখিব কি না, জানিনা এ'রকম ভাইয়ের মত গলা ধরাধরি করে আর কখন আমরা পৃথিবীর বুকে বেড়াইতে পাইব কিনা, তবে এইটুকু ঠিক জানি যে এই দার্জ্জিলিং ভ্রমণে আসিয়া আমরা এমন একটা জিনিষ লইয়া ফিরিয়াছি যাহা পৃথিবীর কোথাও মিলে না, যাহা জগতের ধনরত্নের বিনিময়ে সংগ্রহ করা অসাধ্য, যাহা পার্থিবের মধ্যে অপার্থিব, মৃত্যুর মধ্যে অমৃত, যাহা বহির্জগতের গণ্ডীর বাহিরে, যাহার বিস্তার কেবল মাত্র মনোরাজ্যে।

শ্রীঅমলানন্দ ঘোষাল,
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী (B.A.)